আজকের কাগজ

তারিখ 2 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সরকার আন্তরিক নয়

কাগজ প্রতিবেদক: শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির আওয়ামী লীগের সাংসদরা বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার বিষয়ে সরকার আন্তরিক নয়। বিরোধীদলের দাবি ও জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্যে এই বিষয়ে গঠিত সংসদীয় কমিটিকে কার্যকরী করার কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কমিটি নির্দিষ্ট সময়ে রিপোর্টও পেশ করতে পারেনি। কাজেই অকার্যকর কমিটির ব্যর্থতার দায়ভার নিতে আমরা কমিটিতে থাকবো কিনা তা ভাবতে হবে।

গতকাল রোববার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাংসদরা একথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ এমপি, বিরোধীদলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এমপি ও বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি। সংবাদ সম্মেলনে সাবেক ডাকসু ভিপি আওয়ামী লীগ নেতা সুলতান মোহাম্মদ মনসুর উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বন্ধ সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে আওয়ামী লীগের ৫ জন সাংসদ রয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে তোফায়েল আহমদ এমপি বলেন, আমরা সংসদে স্পষ্টভাবে বলেছি, সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই। সন্ত্রাসীরা যে দলের হোক না কেন তাদেরকে গ্রেফতার করে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু সরকার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সরকার শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতিকে দলীয়করণের চেষ্টার কারণে সেখানে সন্ত্রাস হচ্ছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষিত হলে আজ সেখানে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যেত না। সন্ত্রাসীরা প্রশ্রয় পেত না। তোফায়েল আহমদ বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের হাতে ডিসিসহ ছাত্র-শিক্ষকরা জিম্মি, ছাত্রলীগ নেতা শরীফ হত্যাকারীদের বিদেশে পাঠানো হয়েছে। চয়ন হত্যাকারীদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। রংপুরে হাবিব হত্যাকারীদের মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম নিজের গাড়িতে করে ঢাকা নিয়ে এসেছেন। পরাগ হত্যাকারীরা মুন্সীগঞ্জে এক উপমন্ত্রীর বাসভবনে অবস্থান করছে। তোফায়েল আহমদ বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। সচিবালয়ের ভেতরেও ছাত্রদলের ছেলেরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে দায়িত্বরত কূটনৈতিকরা আমাদের নেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলে জানতে চান তোমরা সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েম করার পর আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এতো অবনতি হলো কেন? আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস দমনে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানানোর পরও সরকার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠতে পারছে না।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে গঠিত কমিটির বৈঠকে মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকতেন না। যার কারণে কোনো রিপোর্ট তৈরি সম্ভব হয়নি। অথচ জাতি সংসদীয় কমিটিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। মতিয়া চৌধুরী বলেন, সংসদে শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকতেন না। তিনি বলেন, একদিকে লোক দেখানো কমিটি অন্যদিকে প্রশাসনকে দিয়ে আমাদের কর্মীদের হয়রানি ও গ্রেফতার করা হচ্ছে আর তাদের কর্মীদের উৎসাহ দেয়া হচ্ছে।